Subject Bengali
2nd language
Worksheet
Class-6
আদর্শ শিষ্য।
কবি কাশীরাম দাস।

<u>কবিতার সারসংক্ষেপ:</u> কবি কাশীরাম দাস জেলা কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি বা সিদ্ধি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ষোড়শ শতকের শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম কমলাকান্ত কবি কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষায় খুব বড় পন্ডিত ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকতাও করতেন।সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদের জন্য চারশো বছরের উপর বাংলার জনপ্রিয় কবি হিসেবে কবি কাশীরাম দাস পরিচিতি পেয়ে এসেছেন। আদি স্বভাব ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করে পরলোক গমন করেন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর নামেই পরবর্তী সময়ে অন্যান্য কবিরা বাংলায় মহাভারত অনুবাদের অসমাপ্ত এই কাজটি সমাপ্ত করেন। এই অনুবাদ করা

মহাভারত কাশীদাসী মহাভারত নামে মুদ্রিত হয় বা প্রকাশিত হয়।
কবি কাশীরাম দাস। আদর্শ শিষ্য কবিতাটির মধ্যে দিয়ে একজন প্রকৃত শিষ্যের পরিচয় পেয়েছেন। এবং তার সাথে তার দেওয়া শিক্ষার ফলও তিনি জানতে পেরেছেন। কবিতাটির মধ্যে দেখা যায় অবন্তী নগরে এক ব্রাহ্মণ শান্তিপন শিষ্যদের শিক্ষা দান করেন। যেমন এখনকার দিনে একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা তার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করে থাকেন ।তিনি তার শিষ্য আর আর আরুনিকে আদেশ দিয়েছিলেন ধান ক্ষেতের জল যাতে বয়ে না যায় সেই দিকটি দেখে আসার জন্য। শিষ্য আরুণী যত্ন করে মাটির বাঁধ দিতে হবে এবং তিনি তা দেয় গুরুর আদেশ অনুযায়ী শিষ্য আরুনি আল বাঁধার চেষ্টা করেন। অর্থ আল বলতে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করেন। জলের বেগ এত বেশি ছিল যে আর ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়যায়। গুরুর ক্রোধ অর্থাৎ রাগ থেকে বাঁচবার জন্য আরুনি নিজেই সেই বাঁধের উপর শুয়ে পড়েন কারণ তার গুরুদেব যেহেতু তাকে আদেশ দিয়েছেন জলের স্রোত থেকে রক্ষা করার জন্য। বাঁধটিকে শীর্ষ আরুনি যদি ঠিকমত রক্ষা করতে না পারে তাহলে গুরুর কথা অমান্য করা হবে এই

ভেবে তিনি নিজেই বাঁধ রক্ষা করার জন্য বাঁধের উপর শুয়ে পড়লেন। এইভাবে শিষ্য আরণী সারাদিন সারারাত ধরে বাঁধের উপর শুয়ে থাকলেন। যাতে জল আর বেরিয়ে আসতে না পারে। সারাদিন শিষ্যের্ কোন খবর না পেয়ে গুরু শান্তিপন ধানক্ষেতে গিয়ে দেখেন আর অনুবাদ রক্ষার জন্য নিজেই বাঁধের উপর শুয়ে পড়ে আছেন শেষের এরকম আচরণ দেখে গুরু খুবই অবাক হলেন। গুরু শিষ্য কে কাছে টেনে নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। এবং বললেন তিনি যেন চারটি বেদ শাস্ত্রে খুব জ্ঞানী হয়ে উঠবে। প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্যের এই মধুর সম্পর্কের কথা কবি কাশীরাম দাস খুব সহজেই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন যা এক কথায় সত্যিই অতুলনীয়।

ক) নীচের অর্থ গুলি লেখ।

দিঙ্ব-

অধ্যয়ন-

আজ্ঞা -

কৈল -

আলি-

গমন-

যতন-
দিবস -
রজনী-
ক্রোধ -
দন্ডেতে -
আশিস -
কল্যাণ -
প্রণমিল -
ষট্-
শীঘ্র -
বন্ধন -

<u>অনুশীলনী থেকে</u>

ক) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর লেখ।

১) কবিতায় আদর্শ শিষ্যের নাম কি?

Keyword-খ) শিষ্য আরুনি ।

২) গুরুর নাম কি?

Keyword-শান্তিপন।

৩) গুরু শিষ্য কে কি আশীর্বাদ করেছিলেন?

Keyword-চার বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানী হওয়া।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও।

১) গুরু শিষ্যকে ডেকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?
Keyword- ধান ক্ষেতের জমির জল আটকানোর জন্য মাঠের বাঁধ দিতে হবে।
২) শিষ্য সেই নির্দেশ কিভাবে পালন করেছিল?
Keyword-বাঁধের উপর শুয়ে পড়েছিল ।
৩) চারি বেদ ষট্-শাস্ত্র বলতে কী বোঝো?
Keyword-প্রাচীন ভারতের ধর্ম গ্রন্থ।
বাড়ির কাজ
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮৫
অনুশীলনী থেকে ২)ঘ)১) হ্যাঁ কিংবা না লিখে উত্তর লেখ।
২) শূন্যস্থান গুলি পূর্ণ করো ।
ঙ)ব্যাকরণ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ।
১) অর্থ লেখ ।
দ্বিজ-
অধ্যায়ন-
আজ্ঞা -
রজনী-
ক্রোধ -
২) টীকা লেখ । চারি বেদ , ষট শাস্ত্র।

৩) নিচের বাক্যগুলি রেখাঙ্কিত পদগুলির কোনটি কোন পদ তা লেখ।

ধান্য ক্ষেত্রে:

শুয়ে আছি:

অতিবেগ:

****